THE GRAND BARGAIN

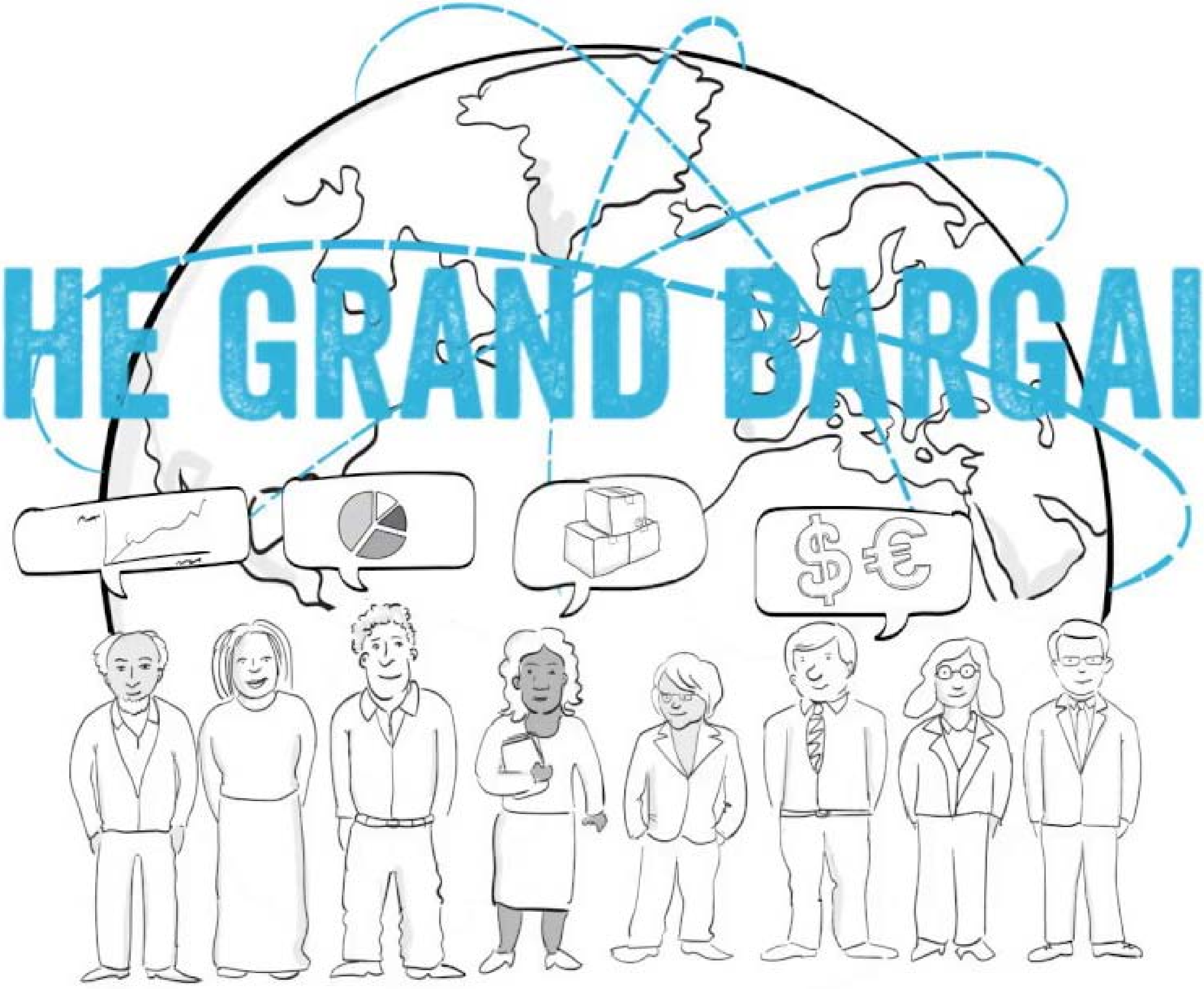

গ্র্যান্ড বার্গেইন ও তার ফলাফল

- সংকটকালীন অবস্থা মোকাবেলায় বিনিয়োগ এবং মানবিক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি
- স্থানীয় সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং Transaction cost কমিয়ে আনা।
- ৫৩টি দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট, আর্ন্তজাতিক এনজিও নিজেদের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার নাম “Grand Bargain”. এর ফলে-
- মানবিক কার্যক্রম দাতা নিয়ন্ত্রিত “সরবরাহ-মডেল” থেকে পরিবর্তিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ নিয়ন্ত্রিত “চাহিদা-মডেলে” রূপান্তরিত হবে।
- মানবিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন আরও দায়িত্বশীল হবে ও জনগণ আরও বেশি সহযোগিতা পাবে।
- মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সংস্থাসমূহ একত্রে কাজ করার ফলে Value Add হবে।

A SHARED
ESTD
Grand Bargain
2016
COMMITMENT

Australian Aid

THE BELGIAN DEVELOPMENT COOPERATION .be

Government of Canada Gouvernement du Canada

European Commission

Food and Agriculture Organization of the United Nations

german humanitarian assistance

InterAction
A UNITED VOICE FOR GLOBAL CHANGE

ICRC

ICVA
A GLOBAL NGO NETWORK FOR PRINCIPLED AND EFFECTIVE HUMANITARIAN ACTION

International Federation of Red Cross and Red Crescent S

IOM • OIM

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

SCHR

Government Offices of Sweden
Ministry for Foreign Affairs

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

UKaid
from the British people

unicef

UN DP 50 YEARS

UN WOMEN
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNHCR
The UN Refugee Agency

UNFPA

OCHA United Nations Offic for the Coordination Humanitarian Affair

unrwa الاونروا

WORLD BANK GROUP

WFP World Food Programme
wfp.org

গ্রান্ড বার্গেইন (Grand Bargain)

- ১০ টি মুল কর্মধারার আওয়তায় ৫২ টি অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি
- প্রতিশ্রুতির মুল লক্ষ্য:
  - মানবিক চাহিদা পুরণের জন্য আনা তহবিল যাতে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়
  - চাহিদা ও প্রাপ্ত তহবিলে মধ্যে যে বিশাল ফারাক আছে তা যথাসম্ভব কমে আসে
  - মানবিক চাহিদা পূরণে জড়িত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সাড়া দানকারী সংস্থাসমূহের জন্য আরও ব্যাপক পরিসরে অর্থ বরাদ্দ ও গতি বৃদ্ধি করা,
  - নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা
  - আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা
  - সহজ এবং অভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল ইত্যাদি

#grandbargain
with the future

কর্মধারা ১: অধিকতর স্বচ্ছতা

- সাহায্য সংস্থা এবং দাতাদেরকে অবশ্যই মানবিক সাহায্য কর্মসূচিসমূহের উপর সময়মত, স্বচ্ছ, উন্মুক্ত এবং মানসম্পন্ন তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- সংস্থা, পরিবেশ-প্রেক্ষাপট এবং কার্যক্রমের স্বাতন্ত্র্যতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণে অবশ্যই সঠিক তথ্য ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- উন্মুক্ত তথ্য-কাঠামো ব্যবস্থা উন্নত করা
- সকল Partner Organization সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা তথ্যসমূহে প্রবেশ এবং প্রয়োজনে প্রকাশ করতে পারে।

কর্মধারা ২: জাতীয় এবং স্থানীয় সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন এবং সহযোগিতা

- জাতীয় এবং স্থানীয় সাড়া প্রদানকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- স্থানীয় সাড়া প্রদানকারীদের সাথে অংশিদারিত্ব সৃষ্টি এবং প্রশাসনিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জাতীয় সমন্বয় ব্যবস্থার সম্পূরক এবং সহযোগিতামূলক কাজ করা।
- বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা তহবিলের কমপক্ষে ২৫% স্থানীয় এবং জাতীয় সাড়া প্রদানকারীদের কাছে সরাসরি প্রদান করা।
- সরাসরি তহবিল সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও অগ্রগতি পরিমাপের জন্য “Localization Marker” পদ্ধতির উন্নয়ন এবং তা দাতা এবং সাহায্য সংস্থাসমূহকে অনুশীলন করানো।

কর্মধারা ৩: নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা

- পণ্য সহযোগিতা, সেবা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) সরবরাহ ইত্যাদি কৌশলের পাশাপাশি নগদ অর্থের নিয়মিত ব্যবহারও বৃদ্ধি করা।
- নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির মান উন্নয়ন এবং কার্যকর নীতিমালা তৈরির উদ্দেশ্যে সবাইকে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করা ।
- নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কৌশলসমূহ নিশ্চিত করা।
- নগদ অর্থায়ন কর্মসূচি বর্তমানে যে অবস্থায় বাস্তবায়িত হচ্ছে তার বাইরে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। বিশেষ করে যেখানে যেটা প্রযোজ্য।

কর্মধারা ৪: নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা

- প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনার মাধ্যমে মানবিক সাহায্য বাস্তবায়নে কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ব্যবস্থাপনা খরচ কমিয়ে আনতে হবে।
  - চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার
  - আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মোবাইল ডিভাইসের ব্যবহার
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অংশীদারিত্বমূলক চুক্তি এবং তাদের কাছে থাকা তথ্য ব্যবহার করা।
- পণ্য এবং সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে যাতে ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি না হয়।
- যৌথ তদারকি এবং কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করে ভিন্ন ভিন্ন দাতার মূল্যায়ন, যাচাইকরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া কমিয়ে আনা

কর্মধারা ৫: যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থা

- প্রতিটি সংকটকে চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে উন্নত চাহিদা নিরূপণ ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কিভাবে সাড়া দেওয়া ও অর্থায়ন করা যায় তার নির্দেশনা থাকবে।
- চাহিদা নিরূপণের তথ্যসমূহ নিয়মিত এবং সময়মত বিনিময় করতে হবে যেখানে সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা বিষয়ক সমস্যা নিরসনের সঠিক কৌশল থাকবে।
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ স্বচ্ছতা, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে করার জন্য বিনিয়োগ এবং স্বাধীন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।
- উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় সরকার এবং সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ করতে হবে। এতে করে মানবিক এবং উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সময় মানবিক নীতিসমূহকে সমন্বিত করার সুযোগ থাকবে।

কর্মধারা ৬: অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তনঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা

- মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নেতৃত্ব এবং সুশাসন অনুশীলন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে সংকটকালীন সময়ে তারা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সকল কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে পারে এবং তাদের কাছে জবাবদিহিতা প্রদর্শন করতে পারে।
- স্থানীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনাকে প্রণোদনা দিতে হবে এবং এই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে হবে।
- সময়মত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মধারা ৭: দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা

- দীর্ঘময়োদী, যৌথ-উদ্যোগ এবং নমনীয় পরিকল্পনা প্রণয়নসহ অর্থায়ন নীতিমালা গ্রহণ যা কর্মসূচির দক্ষতা, কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে।
- ২০১৭ সালের মধ্যে যৌথ পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে বাস্তবায়িত মানবিক কর্মকাণ্ডে সাড়া প্রদান কার্যক্রমের উপর ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে।
- বর্তমান সমন্বয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে, মানবিক এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে ঝুঁকি এবং চাহিদা বিশ্লেষণের তথ্য বিনিময় করতে হবে যাতে উভয় সেক্টরের কাজগুলোকে পারষ্পরিক সম্পর্কযুক্ত করে মানবিক ও উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়।

কর্মধারা ৮: দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা

- দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে সুনির্দিষ্ট খাত-ভিত্তিক বরাদ্দ এবং নমনীয় খাত-ভিত্তিক বরাদ্দসমূহের উপর প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ চিহ্নিত করতে হবে।
- স্বচ্ছতার অনুশীলন হতে হবে, দাতাদের সাথে সকল প্রকার তথ্য বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে।
- ২০২০ সালের মধ্যে খাত-বহির্ভূত অর্থায়ন কার্যক্রম এবং নমনীয় অর্থায়ন মোট মানবিক বরাদ্দের কমপক্ষে ৩০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

কর্মধারা ৯: প্রতিবেদন প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা

- ২০১৮ সালের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরি সহজীকরণ এবং সরলীকরণ করা হবে। প্রতিবেদনের আকার কমিয়ে আনা, সকল ক্ষেত্রে একক ও সহজ পরিভাষার ব্যবহার এবং একটি গ্রহণযোগ্য সর্বজনীন প্রতিবেদন কাঠামোর প্রতি নজর দিতে হবে।
- প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে বিশেষ করে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সেখানে প্রবেশাধিকার সহজ হয়।
- প্রতিবেদন প্রণয়নের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে খুব সহজেই এর মাধ্যমে কর্মসূচির কাংক্ষিত ফলাফল তুলে নেওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষণসমূহ চিহ্নিত করা যায়

কর্মধারা ১০: মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা

- বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি’তে অবদান রাখার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে বর্তমান সম্পদ এবং সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- শরণার্থী এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর সমস্যার টেকসই সমাধানে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অভিবাসন এবং ফেরৎ আসা জনগোষ্ঠীর জন্য আশ্রয় প্রদানকারী দেশসমূহকে অবশ্যই টেকসই সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিসর বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করতে হবে।

ধন্যবাদ